মাওলানা তারিক জামিল

আল্লাহ্‌র পরিচয়

অনুবাদ

মাওলানা মাসউদুর রহমান

লেখক, অনুবাদক

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচীপত্র

কালেমার দাবি

→ কুরাইশের মধ্যে বংশের গুরুত্ব---১৮
→ দুনিয়াতে আসার মাকসাদ---১৯
→ বিশ্বচরাচরের সবখানেই 'আহাদ' 'আহাদ' সুরের গুঞ্জন---২২
→ বিশ্বজগতের ডাক---২৭
→ হযরত বেলালের আহবান---২৯
→ তাবলীগ জামাতের পয়গাম---৩০
→ আসল ও প্রকৃত শাহেনশাহ---৩০
→ শুধু আল্লাহ্ আর আল্লাহ্---৩১
→ আল্লাহ্ তাআলা গাফেল নন---৩২
→ কালেমার দাবি---৩২
→ দাসত্বের চেয়েও নিকৃষ্ট---৩৩
→ কালেমার বরকত---৩৪
→ কালেমা শেখো---৩৫
→ আল্লাহ্কে ডাকো---৩৬
→ দুনিয়ার রাজা-বাদশা আর মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্---৩৯
→ এক বৃদ্ধের তওবার কাহিনী---৪০
→ আল্লাহ্র আশ্রয়ে এসে যাও---৪২
→ শত খুনকারী এক পাপীর তওবা---৪৪
→ জীবনের সংশোধন---৪৫

→ প্রাণী ও জীবকুলের নবী---৪৬
→ জড় বস্তুর নবী---৪৯
→ আসমানের নবী---৫০
→ মাতা-পিতার খেদমতের পুরস্কার---৫১
→ মায়ের হক আদায় করা সম্ভব নয়---৫২
→ আমাদের সভ্যতা---৫২
→ রোম সম্রাটের কন্যার সঙ্গে হযরত খালিদের আচরণ---৫৩
→ উন্নতি না অবনতি---৫৩
→ মায়ের অসন্তুষ্টির প্রভাব---৫৪
→ জবানের ও মুখের কথার আগুন---৫৫
→ জান্নাত ও জাহান্নাম---৫৬
→ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা---৫৮
→ ফেরেশতাদের জন্য রহমত---৫৯
→ ইশ্‌ক ও প্রেমের দাবি---৬০
→ কী পছন্দ, কী অপছন্দ!---৬১
→ হাবীব ইবনে যায়েদের যন্ত্রণাদায়ক শাহাদাতে মায়ের ছবর---৬২
→ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধঃপতন---৬৪
→ ঈমান ছাড়া হৃদয় শূন্য---৬৫
→ তওবার চমৎকার ব্যাখ্যা---৬৬
→ রূহকে রুগ্ন করে দেয়---৬৮
→ গান ও মিউজিকের ক্ষয়-ক্ষতি---৬৯
→ দুনিয়ার গান বর্জনকারীদের ইজ্জত এবং জান্নাতী মিউজিক---৬৯
→ জান্নাতের সংক্ষিপ্ত একটি গানের ব্যাপ্তি হবে সত্তর বছর---৭০
→ জাহান্নামীদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি এবং
জান্নাতীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত---৭২

→ তওবার মাধ্যমে দিলের ভাঙ্গা পেয়ালা জোড়া লেগে যায়---৭২
→ হারাম কাজ সবসময়ই হারাম আর হালাল সর্বদাই হালাল---৭৩

আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করুন

→ ইনসান মুহতাজ---৭৪
→ প্রথম সবক---৭৫
→ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা---৭৬
→ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবকাশ---৮১
→ শিরকের দুয়ার কোত্থেকে খোলে---৮৩
→ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখ---৮৭
→ আল্লাহ্ তাআলা বান্দার তওবার অপেক্ষা করেন---৮৮
→ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের মতলব---৮৯
→ মালিক ইবনে দীনার রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা---৯০
→ মানুষের আকৃতিতে জানোয়ার---৯০
→ মালিক ইবনে দীনারের মর্যাদা---৯১
→ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ফলাফল---৯২
→ এক সাহাবীর বিস্ময়কর ঘটনা---৯৩
→ আবূ মুসলিম খাওলানীর ঘটনা---৯৪
→ সর্বপ্রথম করণীয় কাজ---৯৬
→ দ্বিতীয় কাজ---৯৬
→ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী---৯৭
→ এক বেদুইন ও তার তিনটি কথা---৯৮
→ নেক লোকদের সোহবতে যাও---১০০
→ পরিবেশের প্রভাব---১০০

কালেমার দাবী

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدٰى- اَلْحَمْدُ لله خَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيْرًا- اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْئٍ خَلْقَه ثُمَّ هَدٰى- وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا الله وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه-

أَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه اَحَدًا

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ الْخَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً-

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى- يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ فَلَا تُظَالِمُوْا- وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى- يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُكَ فَلَا اُبَالِىْ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى الله تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

أَمَّابَعْدُ

আমার ভাই ও বোনেরা!

সর্বপ্রথম জরুরি—ইলমে দীন।

আল্লাহ্ তাআলাকে চেনা-জানা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ, এরপর সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হলো, আল্লাহ্ তাআলার হুকুম মেনে

নেওয়া। আল্লাহ্ তাআলাকে চেনা-জানা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে নেওয়া ও স্বীকার করার পর সর্বাধিক জরুরি বিষয়—ইল্‌ম হাসিল করা।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ : সর্বপ্রথম জেনে রাখো, 'আল্লাহ্ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই।' –মুহাম্মাদ : ১৯

আমাদের প্রিয় নবীজীর নিকট সর্বপ্রথম ওহীর বাণী,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড়ো, আপন প্রভুর নামে, তাঁর সাহায্য নিয়ে। –আলাক : ১

কে সেই প্রভু? কী তাঁর পরিচয়?

الَّذِي خَلَقَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তৈরি করেছেন।

আল্লাহ্‌কে চেনা ও জানা—এটাই পৃথিবীতে আসার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম মেনে চলা—এটাই দুনিয়াতে আসার মাকসাদ। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অন্যায়, সবচেয়ে ঘৃণিত পাপাচার, সর্বাধিক ক্ষতিকর গুনাহ বা জুলুম হলো—শির্ক।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা মহাঅন্যায়। –লুকমান : ১৩

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, চুরি-ডাকাতি করা, ছিনতাই-রাহাজানি করা, যিনা-ব্যভিচার করা, গালিগালাজ করা এগুলো সবই যে জুলুম ও অন্যায় সেটা সকলেই মানে। আমি আপনাদের এমন একটি জুলুম ও অন্যায়ের কথা বলছি যাকে মানুষ আদৌ কোনো জুলুম বা অন্যায়ই

কুরাইশের মধ্যে বংশের গুরুত্ব

কুরাইশের লোকেরা আমাদের নবীজীকে বলল,

–আপনার রবের বংশ পরিচয় কী?

আরবদের মধ্যে বংশ পরিচয়কে খুব সতর্কতা ও গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আমাদের মধ্যে জমিজমার কিছু দলিলপত্র ছাড়া অন্য কোথাও বংশের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। কিন্তু আরবরা নিজেদের বংশ পরিচিতি তো কী বলব! নিজেদের ঘোড়ার বংশ তালিকাও মুখস্থ রাখত। এজন্য কুরাইশের লোকেরা বলতে শুরু করল,

–আমাদের সকলেরই নিজেদের বংশ তালিকা স্মরণ আছে, তুমি বলো, তোমার প্রভুর বংশ তালিকা কী? তিনি কোথায় জন্মেছেন? তাঁর পিতা কে? মাতা কে?

'আহাদ' এবং 'ওয়াহেদ'

সুতরাং এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্ তাআলা পাঠিয়ে দিলেন জিবরীল কে, নাজিল করলেন কুরআন এবং এরশাদ করলেন,

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

আমার মাহবুব নবী! তাদেরকে বলুন, আল্লাহু আহাদ, আহাদ মানে এক নয় বরং অদ্বিতীয়।

এক বললে দুই-এর সম্ভাবনা রুদ্ধ হয় না। অদ্বিতীয় দুইকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। অন্য বা দ্বিতীয়কে বাতিল করে দেয়। অর্থ দাঁড়াল—তাদের বলে দিন, আর কেউ নেই তিনি ছাড়া...

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

কারণ, আমার উপরে না তো পিতা-মাতা আছে, না নিচে কোনো বেটা-বেটি আছে। না আছে আমার পত্নি, না শালা-শালী, না-স্ত্রী, না-সন্তান, না-সঙ্গী না-সাথী, না-উজির, না-মুশির (উপদেষ্টা)।

لَيْسَ مَعَهٗ اِلٰهٌ يَخْشَعُ

আমার সঙ্গে টক্কর ও পাল্লা দেওয়ার উপযুক্ত কোনো মা'বুদ নেই।

وَلَا رَبٌّ يَرْجَعُ

আমার সমান শক্তি ও ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো প্রতিপালক—প্রভু নেই।

وَلَا وَزِيْرٌ يُعْطِىْ

আমার আশপাশে এমন কোনো মধ্যসত্তা নেই, যাকে তোমরা সুপারিশের জন্য খুঁজে নিয়ে আসবে।

وَلَا حَاهِبٌ يَرْتَشِىْ

আমি কোনো টাউট-বাটপার নই, যাকে ঘুষ দিয়ে তোমরা কাজ হাসিল করবে। বরং আমি সম্পূর্ণ বেনিয়াজ, বেপরোয়া। আমি কারোর মুহতাজ নই, কারোর মুখাপেক্ষী নই।

তিনি যখন নিজের পরিচিতি প্রকাশের ক্ষেত্রে বলেন, আমি 'আহাদ' অদ্বিতীয়। বলেন, 'ছামাদ' বেপরোয়া। বলেন, 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম য়ূলাদ' তাঁর নেই কোনো বিবি, নেই কোনো বাচ্চা, না তিনি জন্ম নিয়েছেন কারো থেকে, না অন্য কেউ জন্ম নিয়েছে তাঁর থেকে।

যিনি আপন যাত ও সত্তায় 'আহাদ' বা অদ্বিতীয়ও, 'ছামাদ' বা বেপরোয়াও, 'লাম ইয়ালিদ' বা পিতাও নন, 'ওয়া লাম য়ূলাদ' পুত্রও নন—তাঁর এ দাবি আচ্ছাও লাগে সাচ্চাও লাগে যে,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

আমার মতো, আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।

বিশ্বচরাচরের সবখানেই 'আহাদ' 'আহাদ' সুরের গুঞ্জন

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

তোমার রবের মতো আছে কি কেউ?

না, না কেউ নেই।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَه

আসমানে একমাত্র তিনিই উপাস্য-মা'বুদ, জমিনেও।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ

নভোমণ্ডলে চলে তাঁর নিরঙ্কুশ বাদশাহী।

وَمَا فِي الْأَرْضِ

ভূমণ্ডলে চলে তাঁর শাহেনশাহী।

وَمَا بَيْنَهُمَا

আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তীতেও একমাত্র তিনিই বাদশাহ।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

সিক্ত ভূগর্ভে (পাতালে) পর্যন্ত তিনিই রাজাধিরাজ।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম সকল দিকের রব একমাত্র আল্লাহ্।

أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ